গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

নং-৪০.০০.০০০০.০২০.৩৮.১৩৮.২০১৩-১১৪

তারিখঃ ২৯-০৯-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১৯

বিষয়ঃ জনাব জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পাবনা-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ অনুসারে আনীত অভিযোগনামা ।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি মোঃ জাকির হোসেন, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পাবনা-তে কর্মরত আছেন;

যেহেতু, আপনাকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গত ১৬-০৫-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ৪০.০০.০০০০.০২০.০১.০২৩.১৭-৭৭ নং প্রজ্ঞাপন মূলে পূর্ববর্তী পদ উপমহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব) এবং পূর্ববর্তী কর্মস্থল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার হতে সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) হিসেবে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পাবনায় বদলি করা হয়;

যেহেতু, আপনি পূর্ববর্তী কর্মস্থল থেকে বর্তমান কর্মস্থলে বদলির প্রেক্ষিতে তা বাতিলসহ পূর্বপদে ডিআইজির চলতি দায়িত্বে থাকার জন্য তদবির ও সুপারিশ করেন। সরকারি কর্মচারী হিসেবে কোন ব্যক্তি, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সরকারের উচ্চপদস্থ কাউকে দিয়ে এ জাতীয় তদবির করার চেষ্টা করা বা সুপারিশের জন্য দলগতভাবে কোন ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষের আশ্রয় প্রশ্রয় গ্রহণ করা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর লঙ্ঘন।

যেহেতু, আপনার উপরিউক্ত আচরণ ও কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-২(খ)'র আওতাভুক্ত এবং বিধি-৩(খ) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সেহেতু, মোঃ জাকির হোসেন, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পাবনা-আপনাকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-২(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো। এ অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে আপনার লিখিত জবাব দাখিল করার জন্য এবং কেন সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর অধীনে আপনাকে কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না একই সঙ্গে তার কারণ দর্শানোর জন্যও নির্দেশ প্রদান করা হলো। আপনাকে আরও নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, সুনির্দিষ্ট সময়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বক্তব্য পেশ করার সময় ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা বা বিভাগীয় মামলায় আপনার পক্ষ সমর্থনে কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও উল্লেখ করবেন। নির্ধারিত সময়ে জবাব প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতীয়মান হবে যে, আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে আপনার কোন বক্তব্য নেই এবং এক্ষেত্রে একতরফাভাবে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ নিষ্পত্তির এখতিয়ার সংরক্ষণ করেন। যেসব অভিযোগের উপর ভিত্তি করে এ অভিযোগনামা আনয়ন করা হয়েছে তার অনুলিপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্ত: অভিযোগ বিবরণী।

স্বাক্ষরিত/-
(কে এম আলী আজম)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

নং ৪০.০০.০০০০.০২০.৩৮.১৩৮.২০১৩-১১৪/১(৬)

তারিখঃ ২৯-০৯-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, লাইব্রেরী বাজার, ডিসি রোড, পাবনা।
৫। মোঃ জাকির হোসেন, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, লাইব্রেরী বাজার, ডিসি রোড, পাবনা।
৬। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, পাবনা।

(দিল আফরোজা বেগম)
উপসচিব (সংস্থাপন-১)
ফোন-৯৫৭৭১৪০

E/Gazi sir/DIFE-Case Office order

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয় ,ঢাকা
www.mole.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পাবনা-তে কর্মরত আছেন।

০২। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গত ১৬-০৫-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ৪০.০০.০০০০.০২০.০১.০২৩.১৭-৭৭ নং প্রজ্ঞাপন মূলে তাঁকে পূর্ববর্তী পদ উপমহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব) এবং পূর্ববর্তী কর্মস্থল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার হতে সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) হিসেবে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পাবনায় বদলি করা হয়। তিনি পূর্ববর্তী কর্মস্থল থেকে বর্তমান কর্মস্থলে বদলির প্রেক্ষিতে তা বাতিলসহ পূর্বপদে ডিআইজির চলতি দায়িত্বে থাকার জন্য তদবির ও সুপারিশ করেন। সরকারি কর্মচারী হিসেবে কোন ব্যক্তি, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সরকারের উচ্চপদস্থ কাউকে দিয়ে এ জাতীয় তদবির করার চেষ্টা করা বা সুপারিশের জন্য দলগতভাবে কোন ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষের আশ্রয় প্রশ্রয় গ্রহণ করা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর লঙ্ঘন।

০৩। একজন সরকারী কর্মচারী হিসেবে তাঁর (মোঃ জাকির হোসেন) এ ধরনের আচরণ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর লঙ্ঘন এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-২(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের আওতাভুক্ত ও বিধি-৩(খ) অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২৪/৫/১৯

(কে এম আলী আজম)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়